নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা-সন্দর্ভ

গবেষক : শুভজ্যোতি দাস

নিবন্ধন ক্রম : **A00SA0100418**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দেবদাস মণ্ডল

সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত বিভাগ

কলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২৪

নির্বাচিত সংস্কৃত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান

পুরাণ ভারতীয় সংস্কৃতির এক অমূল্য উপাদান। পুরাণসাহিত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে নিখিল সংসারের উপসংহৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। পুরাণ শব্দটির অর্থ পূর্বতন। তদনুসারে পুরাণ বলতে প্রাচীন আখ্যায়িকাদি-সম্বলিত গ্রন্থ বিশেষকে বোঝায়। সংক্ষেপে পুরাণ বলতে বেদোত্তর যুগের ইতিহাস, আখ্যায়িকা, উপকথা ও ধর্মমূলক এক শ্রেণীর বিশিষ্ট গ্রন্থকে বোঝায়। পুরাণ পঞ্চমবেদ[১] বলেও অভিহিত হয়ে থাকে।

সংস্কৃত মহাপুরাণগুলিকে একাধিক উপায়ে বর্গীকরণ করা হয়েছে।[২] সংস্কৃত পুরাণসাহিত্য ব্যতীত জৈনপুরাণ ও বৌদ্ধপুরাণও পাওয়া যায়। এই সকল পুরাণগুলি সংস্কৃতপুরাণের আদর্শেই রচিত। ভারতীয় পরম্পরায় তীর্থ প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষ পুণ্যার্জনের উদ্দেশ্যে তীর্থ অর্থাৎ পবিত্র স্থান দর্শন করে থাকেন। কিন্তু ভারতীয় তীর্থস্থানগুলি গড়ে ওঠবার পেছনে যে কারণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যে কোনো নবীন ও প্রবীণ মানুষকে সড়কপথ বা রেলপথ দিয়ে কোনো পবিত্র নদী, কোনো বৈদিক দেবদেবী বা লৌকিক দেবদেবী, কোনো সাধুসন্তের বা শহীদের সমাধি

---

[১] R.C. Hazra, *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*, p.1.

[২] বৈষ্ণবং নারদীযং চ তথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ং চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেযানি শুভানি বৈ।

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবত্তং মার্কণ্ডেযং তথৈব চ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত।।

মাত্স্যং কৌর্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং বাযুং তথৈব চ।

আগ্নেয়ং চ ষড়েতানি তামসানি নিবোধত।। মৎস্য. দ্র. অশোক চট্টোপাধ্যায়, *পুরাণ পরিচয়*, পৃ.৩৬.

দর্শনযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে। শুধু তাই নয় লক্ষণীয় বিষয় হল সমগ্র ভারতীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে জলের মধ্যে পবিত্রতার সেই ক্ষমতা রয়েছে। যার থেকে শারীরিক মলিনতা ও মানসিক অশুচিতা ধৌত করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ধর্মীয়স্থানে সংস্কারের মাধ্যমে।[৩]

কর্মবিধি অনুযায়ী তীর্থযাত্রার কয়েকটি স্তর রয়েছে, যেমন- চিন্তন (শ্রদ্ধা ও ভক্তি), তপস্যা (উপবাসাদি), দান (দ্রব্যাদি দান), যাত্রা (তীর্থযাত্রা), শুদ্ধি (কায়িক ও মানসিক শুচিতা)। বৈয়াসিক *মহাভারতে* ও পুরাণে তীর্থযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য তন্ত্রসাহিত্যেও তীর্থযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৪]

তীর্থযাত্রা, তীর্থক্ষেত্র, তীর্থস্থান এই শব্দগুলি যেমন বহুল ব্যবহৃত। ঠিক তেমনি পুরাণসহিত্যে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য শব্দটি বহুল চর্চিত। আপাত দৃষ্টিতে শব্দটি শুনলেই মনে হয় কোনও কিছুর প্রশস্তিমূলক বিবরণ। কিন্তু মাহাত্ম্য শব্দটির তাৎপর্য দেশ, কাল, পাত্র বিশেষে গভীর। সাধারণভাবে পুরোহিতরা এই মাহাত্ম্যমূলক রচনাগুলিকে নিজেদের handbook হিসেবে ব্যবহার করতেন। Winternitz-এর মতে মাহাত্ম্যগুলি কোনও স্থানের বিবরণ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহল করে থাকে। যা ছিল প্রাচীন ভারতে স্থানবিবরণ (knowledge of local topography) সম্পর্কিত তথ্যের অন্যতম উৎস।[৫]

পূর্বকৃত গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

পুরাণ বিষয়ে এতাবৎ বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবিস্মরণীয় হলেন এফ্.ই. পার্জিটার, গিরীন্দ্রশেখর বসু, আর.সি. হাজরা, এম.আর. সিং, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদাশিব অম্বদাস দাঙ্গে, ভেত্তম মনি প্রমুখ।

---

[৩] Pilgrimage in India is the result of the animistic basis of the popular beliefs, reflected in the higher forms of Hinduism and even in the local developments of Islam. Nothing strikes a newcomer to the country more than the crowds of pilgrims travelling by road or rail towords some holy river, the local abode of some god or godling, the tomb of some saint or martyr. Agehananda Bharati, Pilgrimage in the Indian Tradition, *History of Religion*, Vol.3. no.1 (Summer, 1963), pp. 135-167.

[৪] *Ibid*. Vol.3. no.1 (Summer, 1963), pp. 135-167.

[৫] Jan Gonda, *A History of Indian Literature*, pp. 70-73.

অফ.ই. পার্জিটার মহাশয়ের *The Purāṇa Text of the Dynesties of the Kali Age* (১৯১৩ খ্রি.) গ্রন্থে রাজবংশের অনুযায়ী পুরাণগুলির আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন পুরাণে কী কী রাজবংশ আলোচিত হয়েছে, সেটি হল এই গ্রন্থের আলোচনার মুখ্য বিষয়। গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের *পুরাণপ্রবেশ* (১৯৩৫ খ্রি.) গ্রন্থটিতে পুরাণের স্বরূপ, পৌরাণিক প্রমাদ, যুগ নির্ণয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। আর.সি. হাজরা মহাশয়ের *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* (১৯৪০ খ্রি.) ও *Studies in the Upapurāṇas* (১৯৫৮ খ্রি.) এই দুটি গ্রন্থে মহাপুরাণ ও উপপুরাণ বিষয়ে পুরাণের কালনির্ণয়, প্রতিটি পুরাণের বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা রয়েছে। এম.আর. সিং মহাশয়ের *Geographical Date in the Early Puranas- A Critical Study* (১৯৭২ খ্রি.) গ্রন্থে পুরাণের কালপর্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের *পুরাণ পরিচয়* (১৯৭৭ খ্রি.) গ্রন্থে পুরাণের লক্ষণ, প্রতিটি পুরাণের বিষয়বস্তু, পুরাণের শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে জবাহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক কুণাল চক্রবর্তী মহাশয়ের পুরাণ বিষয়ে নানা গবেষণা রয়েছে। *Religious Process: The Puranas and the Making of a Regional Tradition* (২০০১ খ্রি.) তাঁর একটি অন্যতম কাজ।

পুরাণ বিষয়ক গবেষণায় কোষগ্রন্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরাণকে উপজীব্য করে যে সকল কোষগ্রন্থ এতাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের *পৌরাণিক অভিধান* (১৯৫৯ খ্রি.), এস.এম. আলি মহাশয়ের *The Geography of the Puranas* (১৯৬৬ খ্রি.), অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের *পৌরাণিকা* (১৯৭৮ খ্রি.), সদাশিব অম্বদাস দাঙ্গে মহাশয়ের *Encyclopedia of Puranic Beliefs and Practices* (১৯৮৬ খ্রি.), ভেত্তম মনি *Purāṇic Encyclopaedia* (১৯৮৯ খ্রি.), এ.বি.এল. অবস্থি *Purāṇa Index* (১৯৯২ খ্রি.), ভি.আর.রামচন্দ্র দীক্ষিত মহাশয়ের *The Purāṇa Index* (১৯৯৫ খ্রি.), পরমেশ্বরানন্দ স্বামী মহাশয়ের *Encyclopedic Dictionary of Purāṇas* (২০০১ খ্রি.), নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী *পুরাণকোষ* (২০১৬ খ্রি.) প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরাণ ও ইতিহাস চর্চার গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের *Political History of Ancient India* (১৯২৩ খ্রি.), নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (১৯৫০ খ্রি.), রণবীর চক্রবর্তী মহাশয়ের *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব* (২০০৭ খ্রি.)। এসকল গ্রন্থে প্রাচীন

ভারতীয় রাজবংশ, রাষ্ট্র বিন্যাস, সংস্কৃতি, ধর্মকর্ম, ভাষা-সাহিত্য-জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা, এমনকি ষোড়শ মহাজনপদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। কোনো গ্রন্থকে বিচার করতে গেলে, সেই গ্রন্থের সামাজিক পটভূমি জানা অত্যন্ত জরুরী। ফলে এই সকল গ্রন্থগুলিতে পুরাণ বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে।

উপরি উক্ত গ্রন্থগুলিতে পুরাণ সম্পর্কিত তথ্যের নির্দেশ থাকলেও, পৌরাণিক পরম্পরায় তীর্থ বিষয়ক তেমন কোনো বিস্তৃত আলোচনা নেই। ভারতীয় তীর্থস্থান নিয়ে এতাবৎ যেসব পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন, তাদের মধ্যে Carl Gustav Diehl মহাশয় রচিত Instrument and Purpose Studies on Rites and Rituals in South India[৬] (১৯৫৬ খ্রি.), Agehananda Bharati মহাশয় রচিত Pilgrimage in the Indian Tradition[৭] (১৯৬৩ খ্রি.) গবেষণাধর্মী কাজগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ব্রজকিশোর সাই মহাশয়ের 'তীর্থাটনম্'[৮] (২০০৫ খ্রি.), প্রণতি ঘোষাল মহাশয়ার 'Tīrtha'[৯] (২০১৫ খ্রি.) গবেষণা প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। উপরি উক্ত এসকল গবেষণা নিবন্ধে পুরাণে উল্লিখিত তীর্থস্থানগুলি কিছুটা আলোচিত হয়েছে। *কাশীখণ্ড* [১০](১৯০৮ খ্রি.), *তীর্থচিত্র* [১১](১৯৩৯ খ্রি.), *তপোভূমি নর্মদা* [১২](১৯৫৮ খ্রি.), *নদ-নদী* [১৩](১৯৬৫ খ্রি.), *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা* [১৪](১৯৮৪ খ্রি.), *ভারতীয় তীর্থ দর্শন* [১৫](১৯৮৪ খ্রি.), *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা* [১৬](১৯৯৫ খ্রি.), *নর্মদার তীরে তীরে* [১৭](২০০২ খ্রি.),

---

[৬] Carl Gustav Diehl, "Instrument and Purpose Studies on Rites and Rituals in South India", Lund: CWK Gleerup, 1956.

[৭] Agehananda Bharati,"Pilgrimage in the Indian Tradition", *History of Religions*, Vol.3, no.1 (Summer 1963), pp. 135-167.

[৮] Brajakishore Swain, "Tīrthāṭanam", In: *Anvīkṣā*, Vol. XXVI, 2005.

[৯] Pranati Ghosal, "Tīrtha", In: *Kalātattvakośa*, Vol. VII, 2015.

[১০] রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, *কাশীখণ্ড.*

[১১] রাজলক্ষ্মী দেবী, *তীর্থচিত্র.*

[১২] শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল, *তপোভূমি নর্মদা.*

[১৩] চিত্রা লোধ, *নদ নদী.*

[১৪] কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, *প্রত্নতীর্থ পরিক্রমা.*

[১৫] সুলোচন শাস্ত্রী, *ভারতীয় তীর্থ দর্শন.*

কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল [১৮](২০২৩ খ্রি.) এসকল গ্রন্থসমূহের মূল প্রতিপাদিত বিষয় তীর্থস্থান হলেও, সাধারণভাবে তীর্থস্থানের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিকতার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। ভ্রমণকাহিনিমূলক এই ধরণের গ্রন্থগুলি শুধুমাত্র গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। গবেষণাধর্মী কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ হল সুরিন্দর মোহন ভারদ্বাজ মহাশয়ের *Hindu Places of Pilgrimage in India* (১৯৭৩ খ্রি.), পি.ভি.কানে মহাশয়ের ধর্মশাস্ত্রের উপর সুপ্রসিদ্ধ গবেষণা গ্রন্থ *History of Dharmaśāstra*-এ[১৯] (১৯৭৫ খ্রি.) তীর্থ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। *Hindu Places of Pilgrimage in India* গ্রন্থে তীর্থ সম্পর্কিত তথ্যের আকর হিসেবে ১. মহাকাব্য ও পুরাণ (রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উপপুরাণ), ২. পৌরাণিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে মধ্যযুগের সাহিত্য (ভট্ট লক্ষ্মীধরকৃত কৃত্যকল্পতরু; অলবেরুণী ও আবুলফজল বিরচিত গ্রন্থসমূহ), ৩. চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ (The Orientalist, The Travels of a Hindu ইত্যাদি), ৪. বিংশশতাব্দীর গবেষকদের গবেষণা (Helmuth von Glasenapp's *Heilige Statten Indiens* যেখানে হিন্দু ও জৈন তীর্থস্থানগুলোর বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে), ৫. তীর্থের ভ্রমণ নির্দেশক ও তাদের সম্বন্ধী সাহিত্য (গীতা প্রেস প্রভৃতি সংস্থা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ), ৬. সরকারি সাংবাদিক ও তাদের প্রতিবেদন (*The Imperial Gazetter of India* 1908-9(Provincial Series)), ৭. তীর্থস্থানে পুরোহিতাদির দ্বারা সংরক্ষিত নথির (নানা ধর্মশালা)[২০] উল্লেখ করা হয়েছে। পি.ভি.কানে মহাশয়ের *History of Dharmaśāstra* গ্রন্থে তীর্থ কী? তীর্থযাত্রা কী? বিভিন্ন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বিষয়ে আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই আলোচনায় পুরাণের উপলব্ধ তীর্থের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটি সামগ্রিকভাবে অধরা। এছাড়া *আদি-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্ম পুরাণ* [২১](২০১৮ খ্রি.) এই গবেষণা

---

[১৬] বলরাম মণ্ডল, *পৌরাণিক তীর্থ পরিক্রমা.*

[১৭] বরুণ দত্ত, *নর্মদার তীরে তীরে.*

[১৮] *কাশীবৃত্তান্ত পুরাণকাল থেকে সমকাল*, শ্যামলেন্দু চৌধুরি (সম্পা.).

[১৯] P.V. Kane, H. of Dh., Vol-IV, pp. 552-827.

[২০] Surinder Mohan Bhardwaj, *Hindu Places of Pilgrimage in India*, pp. 14-28.

[২১] অদিতি রায়, *আদি-মধ্যযুগীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অভিযোজনে পদ্ম পুরাণ.*

সন্দর্ভে *পদ্মপুরাণে* বর্ণিত তীর্থ বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ করা হলেও, তাদের আর্থ-সামাজিক দিকটি বিস্তারে আলোচনা করা হয় নি। ফলে কোনো স্থানেই সংস্কৃত পুরাণসাহিত্যে বর্ণিত তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুসন্ধান করা হয় নি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বর্তমান শোধপত্রের বিষয়টি অভিনব। যেখানে সংস্কৃত নির্বাচিত মহাপুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য :

সংস্কৃত মহাপুরাণে নানা বিষয়ের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। পুরাণের পঞ্চলক্ষণ ও দশলক্ষণে আলোচিত বিষয়গুলি বহুল চর্চিত। *মৎস্যপুরাণে* পঞ্চলক্ষণ ব্যতীত আরও ছয়টি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যথা- ভুবনবিস্তার, দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প, বর্ণাশ্রমবিভাগ, ইষ্টপূর্ত, দেবতাপ্রতিষ্ঠা।[২২] লক্ষণ বিচারে দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা এই তিনটি বিষয় তীর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা সুবিস্তৃত পরিসরে বর্তমান। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে সামাজিক, ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তীর্থমাহাত্ম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। পুরাণে উপলব্ধ তীর্থগুলির পর্যালোচনা থেকে তীর্থসমূহ গড়ে ওঠার অন্তরালে একদিকে যেমন আধ্যাত্মিকতার বিষয় জড়িত, সেই সঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক বিষয়টিও জড়িত। তীর্থস্থানগুলির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক আলোচনার পাশাপাশি নান্দনিক দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রায় প্রতিটি তীর্থস্থান বর্তমানে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ।

---

[২২] উত্পত্তিং প্রলয়ং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।

দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।

বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যত্ বিদ্যতে ভুবি।

তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। মৎস্য., ২.২২-২৪

সামাজিক আচার ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। প্রায় প্রতিটি পুরাণেই শ্রাদ্ধবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে তীর্থের কথা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান হিসেবে পুরাণসাহিত্যে তীর্থস্থানগুলিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। যেখানে তর্পণ, পিণ্ডদানাদি কর্মের দ্বারা পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ শ্রাদ্ধের সময় উচ্চারিত মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্যন্ত তৃপ্তির কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ফলে তীর্থস্থানগুলি কি শুধু পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত? না সেগুলি গড়ে ওঠার পিছনে আরো অন্যান্য কারণ নিহিত? এরূপ নানা দিক পর্যালোচনা করে যে প্রশ্নগুলি জাগে, তা হল-

ক. পুরাণ সাহিত্যে তীর্থসমূহকে কেন সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

খ. পুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য আলোচনায় কেন বারংবার শ্মশান ও শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে?

গ. কী কী অনুকূল পরিবেশে তীর্থ গড়ে ওঠে?

ঘ. ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তীর্থ বিকাশের অন্তরালে কিভাবে সহায়তা করে?

ঙ. কোনো তীর্থস্থান গড়ে ওঠার পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে?

গবেষণার সীমাবদ্ধতা :

সুরিন্দর মোহন ভারদ্বাজ মহাশয়ের *Hindu Places of Pilgrimage in India*[২৩] (১৯৭৩ খ্রি.) গ্রন্থে তীর্থসম্পর্কিত তথ্যের আকর হিসেবে সাধারণভাবে সাতটি স্থানের কথা নির্দেশ করেছেন। সেই স্থানগুলির অন্যতম হল মহাকাব্য ও পুরাণ। বাল্মীকীয় *রামায়ণ* ও বৈয়াসিক *মহাভারতে* তীর্থমাহাত্ম্য বিষয়টি সুবিস্তৃত ও তা পৃথক্ গবেষণার দাবি রাখে। অন্যদিকে পুরাণসাহিত্য অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণ ভেদে বিন্যস্ত। ফলে পুরাণসাহিত্যের বিস্তৃতির কারণে

[২৩] Surinder Mohan Bhardwaj, *op.cit.*, pp. 14-18.

তীর্থের সংখ্যাও অনন্ত। তাই গবেষণার সময়সীমার দিকে লক্ষ রেখে, কেবল মহাপুরাণের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। মহাপুরাণগুলিকে একাধিক উপায়ে বর্গীকরণ করা হয়ে থাকে। বর্গীকরণের পদ্ধতি অনুযায়ী মহাপুরাণ নির্বাচন করলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হল মহাপুরাণগুলির কালনির্ণয়। মহাপুরাণগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংকলিত হয়েছে এবিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। পুরাণের কালনির্ণয় নিয়েও বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs* গ্রন্থে আলোচিত মহাপুরাণের কালকে অবলম্বন করে শোধপত্রের বিষয়টি প্রস্তুত করা হয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দী বা তার কিছুটা পরবর্তী সময়ে সংকলিত সংস্কৃত মহাপুরাণগুলির অন্যতম *বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কূর্মপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ* ও *ভবিষ্যপুরাণ*। সংস্কৃত মহাপুরাণে তীর্থমাহাত্ম্য বিষয়ে *স্কন্দপুরাণ* অন্যতম। কিন্তু এই পুরাণের কালপর্ব আনুমানিক খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর পরবর্তী ও সুবৃহৎ কলেবর হওয়ায় এই পুরাণটি পৃথক্ গবেষণার দাবী রাখে। নির্বাচিত পুরাণসমূহের আলোচিত তীর্থস্থানগুলির অন্যতম হল- কাশী বা বারাণসী, গয়া, গঙ্গা নদী, নর্মদা নদী ইত্যাদি। এছাড়াও প্রসঙ্গক্রমে গবেষণার দিকে লক্ষ্য রেখে অন্যান্য মহাপুরাণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় বিভাজন :

বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি আলোচনার সুবিধার্থে পাঁচটি আধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। যথা- ১. পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন, ২. তীর্থ : বিবিধ আকরে তার অর্থবিচার, ৩. নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের অনুকূল পরিবেশ অনুসন্ধান, ৪. নির্বাচিত তীর্থসমূহের বিকাশ : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, ৫. পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের বহুমুখী গুরুত্ব।

❖ **প্রথম অধ্যায়:**

পুরাণের লক্ষণ, সংখ্যা ও বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন- এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় পুরাণ বলতে কী বোঝায় ও তার স্বরূপ কী। বিবিধ আকরে পুরাণ শব্দটির ব্যাখ্যা, পুরাণের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা, পুরাণের পঞ্চলক্ষণ, দশলক্ষণ ও একাদশলক্ষণ লক্ষণ বিচার, পুরাণের সংখ্যা ও

বিষয়বস্তু বিষয়ক নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি পুরাণেই তীর্থমাহাত্ম্যের কথা ও তীর্থের বিবরণ কম বেশি পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাণলক্ষণ প্রসঙ্গে তীর্থ শব্দটির কোনো প্রকার উল্লেখ দেখা যায় না। পুরাণলক্ষণে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য নামে কোনো বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ না থাকলেও, পরোক্ষ ভাবে *মৎস্যপুরাণে* যে একাদশলক্ষণের[২৪] উল্লেখ রয়েছে সেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলে তীর্থস্থানের ঈঙ্গিত পাওয়া যায়। একাদশলক্ষণের অন্যতম হল দানধর্ম, শ্রাদ্ধকল্প ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা। এই তিনটি বিষয় তীর্থের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সেদিক থেকে বিচার করলে তীর্থমাহাত্ম্য বা স্থানমাহাত্ম্য বিষয়টি পুরাণলক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

❖ **দ্বিতীয় অধ্যায়:**

তীর্থ : বিবিধ আকরে তার অর্থবিচার- এই অধ্যায়ে 'তীর্থ' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিবিধ আকরে, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে কিভাবে 'তীর্থ' শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়েছে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তীর্থের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তীর্থ চতুর্বিধ।[২৫] যথা- দৈব (দেবতা দ্বারা সৃষ্ট), আসুর (গয়াদি তীর্থ), আর্ষ (মুনি কর্তৃক সৃষ্ট, প্রভাসাদি) ও মানুষ (মনু, কুরু প্রভৃতি রাজা কর্তৃক সৃষ্ট) আলোচনা রয়েছে।[২৬] এছাড়া তীর্থের বিবিধ শ্রেণীবিভাগ দেখানো

---

[২৪] উত্পত্তিং প্রলযং চৈব বংশান্ মন্বন্তরাণি চ।

বংশ্যানুচরিতং চৈব ভুবনস্য চ বিস্তরম্।।

দানধর্মবিধিং চৈব শ্রাদ্ধকল্পং চ শাশ্বতম্।

বর্ণাশ্রমবিভাগং চ তথেষ্টাপূর্তসংজ্ঞিতম্।।

দেবতানাং প্রতিষ্ঠাদি যচ্চান্যত্ বিদ্যতে ভুবি।

তত্ সর্বং বিস্তরেণ ত্বং ধর্মং ব্যাখ্যাতুমর্হসি।। (*মৎস্যপুরাণ,* ২.২২-২৪)

[২৫] চতুর্বিধানি তীর্থানি স্বর্গ মর্ত্যে রসাতলে।

দৈবানি মুনিশার্দূল আসুরাণ্যারূষাণি চ।।

মানুষাণি ত্রিলোকেষু বিখ্যাতানি সুরাদিভিঃ।

... ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবৈর্দেবৈর্নির্মিতং দৈবমুচ্যতে।। ব্রহ্মপু., ৭০.১৬-১৯.

[২৬] P.V.Kane, *op.cit*., Vol.4, p. 567.

হয়েছে, সঙ্গে তীর্থ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ হিসেবে পর্বত, নদী বা জলাশয় ও অরণ্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ **তৃতীয় অধ্যায়:**

নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের অনুকূল পরিবেশ অনুসন্ধান- এই অধ্যায়ে নদীকেন্দ্রিক তীর্থসমূহের বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সরস্বতী নদী, গঙ্গা নদী ও নর্মদা নদী বিষয়ে। কেন এই তিনটি নদীকেই বেছে নেওয়া হয়েছে? তার কারণ নির্বাচিত পুরাণগুলিতে গঙ্গা নদী ও নর্মদা নদীর বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে মেলে। তাছাড়া সরস্বতী নদীর উল্লেখ বিশেষ ভাবে করা হয়েছে, কারণ ভারতীয় সভ্যতার আদিতে বৈদিক যুগ থেকে সরস্বতী নদীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে সরস্বতী নদী ভিন্ন প্রাচীন নদীকেন্দ্রিক আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। এই অধ্যায়ে প্রতিটি নদীর নামকরণ, ভৌগোলিক অবস্থান, বিবিধ আকরে তাদের উৎসানুসন্ধান, তাদের গতিপথ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া নদীগুলির নাব্যতা, কৃষিকার্যে জলের উপযোগিতা, বনজ সম্পদের প্রাচুর্য বিভিন্ন রাজন্য শক্তিকে রাজ্য স্থাপনে প্রলুব্ধ করেছিল, সেবিষয়ক আলোচনাও এই অধ্যায়ে করা হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে জলসম্পদ গুরুত্ব এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

❖ **চতুর্থ অধ্যায়:**

নির্বাচিত তীর্থসমূহের বিকাশ : ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট- এই অধ্যায়ে বিশেষ করে কাশী ও গয়াকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। 'কাশী' ও 'বারাণসী' শব্দ দুটির নামকরণের ইতিহাস, তাদের ভৌগোলিক সীমা ও পুরাণে আলোচিত কাশীমাহাত্ম্যের বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে কাশীকে বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যেমন- *বায়ুপুরাণে* কাশীর অবস্থানকে দার্শনিক ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।[২৭] *বায়ুপুরাণের* এই অংশে 'কাশী' ও 'মায়া' অভিন্ন ও সমার্থক। গঙ্গা নদী ভিন্ন কাশী আলোচনা অসম্পূর্ণ, ফলে কাশী আলোচনা প্রসঙ্গে গঙ্গা নদী বিষয়ক কিছু আলোচনাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর 'গয়া' শব্দটির নামকরণের ইতিহাস, ভৌগোলিক সীমা ও নির্বাচিত পুরাণসাহিত্যে গয়ামাহাত্ম্য বিষয়ক তথ্যের বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। একইভাবে *বায়ুপুরাণের* গয়ামাহাত্ম্যকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া

[২৭] কাশীমপশ্যদ্‌ভ্রূমধ্যে মাযামাধারসংস্থিতাম্। বায়ুপু., ১০৪.৭৫

হয়েছে, যে গয়াকে শ্রীহরির আননের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২৮] যেহেতু বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট, ফলে এই অধ্যায়ে মাহাত্ম্য বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক যেসব উপাদান পাওয়া যায়, সেবিষয়ে প্রসঙ্গানুসারে আলোচনা করা হয়েছে।

❖ **পঞ্চম অধ্যায়:**

পুরাণে উপলব্ধ তীর্থসমূহের বহুমুখী গুরুত্ব- এই অধ্যায়ে কাশী, গয়া, বিভিন্ন নদী বিষয়ক আলোচনার প্রেক্ষিতে তীর্থস্থানের বহুমুখী গুরুত্ব বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে তীর্থের গুরুত্ব, উপবাসাদি নানা ধরণের ব্রত, পূজা উপকরণাদি নানা সামগ্রী, প্রচলিত নানা প্রথা প্রভৃতি নানা বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। ধর্ম এমন একটি বিষয় যা মানুষকে একাধারে যেমন একত্রিত করে, তেমন সেই স্থানের আর্থিক বিকাশেরও সহায়ক। বছরের প্রায় প্রতিদিনই তীর্থস্থানে জনসমাগম হয়ে থাকে, যা সেই স্থানের অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে তরাণ্বিত করে। পাপ ও পুণ্য এমন একটি বিষয় যা মানুষের মধ্যে চিরকাল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি কিছুটা হলেও ভারতীয় সভ্যতা লালন করেছে তীর্থস্থানগুলির মাধ্যমে। বাস্তবে কতটা পাপ ও পুণ্য তা যাচাই করা মুসকিল হলেও, বহুমানুষের জীবন-জীবিকার উৎস তীর্থস্থানগুলি সেবিষেয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

❖ **উপসংহার:**

পুরাণসাহিত্যে তীর্থ নিয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, তীর্থে মানুষ মুখ্যত দুইটি কারণে আসে- কোনো বিশেষ দেবতার উদ্দেশ্যে ব্রত উদ্‌যাপন বা আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এবং অন্যটি হল পাপক্ষালনের জন্য স্নানাদি কর্ম সম্পন্ন করতে। যেকোনো তীর্থ পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়ে থাকে। সেইসকল পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্যতম হল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শোধপত্রে নির্বাচিত পুরাণসমূহে যে সকল তীর্থের উল্লেখ রয়েছে, তার অধিকাংশই এমন পরিবেশে গড়ে উঠেছে, যেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি রয়েছে পুরাতাত্ত্বিক কাহিনি। যা ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র ও কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে থাকে। প্রাথমিক স্তরে তীর্থস্থানগুলি পুণ্যার্জন ও স্নানাদি কর্মের ক্ষেত্র

[২৮] মধ্যে সরস্বতী সাক্ষাদ্ গযাক্ষেত্রং তথাননে। বায়ুপু., ১০৪.৭৭

বলে বিবেচিত হলেও, পরবর্তীকালে তীর্থস্থানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থ-সামাজিক দিক। তীর্থে রাত্রিবাস, নানাবিধ উপচারাদির দ্বারা পূজার্চনা, বিবিধ ব্রত-উপবাসাদি কর্ম, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এরূপ নানা ধর্মীয় আচারাদি লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি তীর্থের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই স্থানের অর্থনৈতিক দিকটি। তীর্থস্থানে বিভিন্ন ধরণের পূজা সামগ্রী, দেবমূর্তি, ধর্মীয় পুস্তক ইত্যাদি বিক্রয় সেই স্থানের অর্থনৈতিক দিককে নির্দেশ করে। যা তীর্থস্থানে বসবাসকারী বহুমানুষের রুজি-রোজগারের একমাত্র উপায়। তীর্থের সঙ্গে শুধু আর্থ-সামাজিক দিক নয়, এর সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দিকও। পুরীধাম-স্থিত জগন্নাথ মন্দির, কাশী-স্থিত বিশ্বনাথ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা রাজনৈতিক ইতিহাস বহন করে। বর্তমানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত অযোধ্যার রামমন্দির এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঠিক সেভাবেই তীর্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দৃঢ় ভাবে মোকাবিলা করবার সাহস জোগায়। ফলে তীর্থক্ষেত্রগুলি জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে অনায়াসে যে সুসংগত বন্ধনের সৃষ্টি করে, তা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারে না।

গ্রন্থপঞ্জি :

ইংরেজী গ্রন্থাবলী :

Ali, S.M. *The Geography of the Puranas*. New Delhi: People's Publishing House, 1966.

Sharma, Rajendranath (Ed.). *Bhāgavatapurāṇa*. Delhi: Nag Publishers, 1987.

Śarmā, Sriram. (Ed.). *Bhaviṣyapurāṇa.* Vol. I and II. Uttar Pradesh: Sanskriti Sanskriti, 1968 (1st ed.).

Chatterjee, Heramba. *Studies in the Purāṇas and the Smṛtis*. Calcutta Sanskrit College Research Series: No: CXXVI part I. Calcutta (Kolkata): Sanskrit College, 1986 (1st ed.).

Dey, Nundo Lal. *The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India*. Delhi: Low Price Publications, 2005 (Rpt.; 1st ed. 1927).

Eliot, Charles. *Hindusm and Buddhism an Historical Sketch*. Vol. I, II and III. London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1962 (Rpt. of 1st ed. 1921).

Ganguly, Dilip Kumar. *History and Historians in Ancient India*. New Delhi: Abhinav Publications, 1984 (1st ed.).

Gonda, Jan. *A History of Indian Literature*. Vol. II. Ludo Rocher. The Purāṇas. Wiesbaden: otto Harrassowitz, 1986.

Hazra, R. C. *Studies in the Upapurāṇas*. Calcutta (now Kolkata): Sanskrit College Research Series, 1958.

_____. *Studies in the Purāṇic Records on Hindu Rites and Customs*. Dacca: The University of Dacca, 1940.

Kalātattvakośa. Vol. VII. New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts & Motilal Banarsidass, 2015 (1st ed.).

Kane, Pandurang Vaman. *History of Dharmaśāstra*. (Vol. I, Vol. IV and Vol. V). Poona: BORI, 1975.

Law, Bimala Churn. *Tribes in Ancient India*. Poona (now Pune), 1943 (1st ed.). (Bhandarkar Oriental Series No. 4).

_____. *Mahavira: His Life and Teachings*. London: Luzac & Co., 1937.

Mani, Vettam. *Purāṇic Encyclopaedia*. Delhi: Motilal Banarsidass, 1989.

F. Eden Pargiter (translated). The Mārkaṇḍeya Purāṇa. Culcutta (now Kolkata): The Asiatic Society of Bengal, 1904.

_____. Mahesh Chandra Pal. Calcutta (now Kolkata), 1812 ŚY.

Mitra, Rajendralala. *Buddha Gaya*. Calcutta (now Kolkata): Printed at the Bengal Secretariat Press, 1878.

Renou, Louis. *Religions of Ancient India*. London: The Athlone Press, 1953.

Sircar, D. C. "The Sakta Pithas". In: *Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal*. Vol.XIV(L), 1948.

Swain, Brajakishore. "Tīrthāṭanam". In: *Anvīkṣā.* Vol. XXVI, 2005.

Swami Dayananda. *Purāṇatottwa.* Kolkata: Sastra Prakash Bibhag, 1326 BY.

Mudholakara, Shrinivasa Katti. (Ed.). *Rāmāyaṇa*. Delhi: Parimal Publications, 1990.

বাংলা গ্রন্থাবলী:

অমরসিংহ. *অমরকোষ.* সম্পা. গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য. কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ.

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ. *সরস্বতী.* কলিকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৮০.

চক্রবর্তী, মন্মথানন্দ. *কাশীধাম.* সম্পা. সচ্চিদানন্দ সরস্বতী. কলকাতা: শিল্প ও সাহিত্য, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩১৮ বঙ্গাব্দ).

চক্রবর্তী, রণবীর. *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে.* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ).

পঞ্চানন তর্করত্ন. (সম্পা.) *কূর্মপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ).

_____. (সম্পা.) *বায়ুপুরাণ.* কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ).

_____. (সম্পা.) *বিষ্ণুপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯১ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ.

_____. (সম্পা.) *মৎস্যপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *মার্কণ্ডেয়পুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.) *লিঙ্গপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.). *অগ্নিপুরাণ.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

_____. (সম্পা.). *দেবীভাগবত.* কলিকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (১ম সং.).

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ (সংকলিত). *বঙ্গীয় শব্দকোষ.* প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড. নিউ দিল্লী: সাহিত্য একাডেমি, ২০১৬ (৯ম সং.; ১ম সং. ১৩৪০-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ).

বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলিত). *বাংলা বিশ্বকোষ.* দিল্লি: বি.আর. পাবশিং কর্পোরেসন, ১৯৮৮ (পুনর্মুদ্রিত; ১ম সং. ১৮৮৬-১৯১১).

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ. *হিন্দুদের দেব দেবী- উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (২য় সং. থেকে পুনর্মুদ্রিত; ১ম সং. ১৯৮০).

_____. *হিন্দুদের দেবদেবী.* কলকাতা: ফার্মা কে.এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫ (২য় সং. থেকে পুনর্মুদ্রিত; ১ম সং. ১৯৭৭).

মণ্ডল, বলরাম. *পুরাণের ইতিবৃত্ত.* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৭ (১ম সং.).

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ. (সম্পা.) *মহাভারত.* কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনি, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ (২য় সং.; ১ম সং. ১৩৪০ বঙ্গাব্দ).

Webliography:

RRMG-II Ep. 01 | Joshimath - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=kwheQQwkIlM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=17

RRMG-II Ep. 02 | Ukhimath - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=VWIcWZZd25Q&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=18

RRMG-II Ep. 03 | Devprayag - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=WUWW3UzcnTw&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=19

RRMG-II Ep. 04 | Rishikesh - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=SFLd68I3_WY&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=20

RRMG-II Ep. 05 | Haridwar - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal

https://www.youtube.com/watch?v=mFeUrt3jXPE&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=21

RRMG-II Ep. 06 | Haridwar | Roorkee - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=80Ha5PaFSDQ&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=22

RRMG-II Ep. 07 | Haidarpur | Bijnor - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=8X5xUPUPb_o&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=23

RRMG-II Ep. 08 | Meerut - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=UNuSJv6s514&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=24

RRMG-II Ep. 09 | Delhi - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=XYHHCmOUAk0&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=25

RRMG-II Ep. 10 | Mathura | Virandavan - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=HLV2AfHwQcM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=26

RRMG-II Ep. 11 | Vrindavan | Agra - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=_I2HKTAzCAo&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=16

RRMG-II Ep. 12 | Kasganj | Badaun - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=3k13zXOvS2Q&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=15

RRMG-II Ep. 13 | Etawah - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=BqXOwA2smek&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=14

RRMG-II Ep. 14 | Kanpur | Unnao - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=ADlxvooOUnM&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=13

RRMG-II Ep. 15 | Ayodhya - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=iw8TV4gQOhc&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=12

RRMG-II Ep. 16 |Pryagraj - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal

https://www.youtube.com/watch?v=0NRU8qT1MYU&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=11

RRMG-II Ep. 17 | Mirzapur - Rag Rag Mein Ganga - Season - 2 with Rajeev Khandelwal
https://www.youtube.com/watch?v=bva7CYshQ_4&list=PLUiMfS6qzIMy2QncEhXz2DlHT5kDAiQTM&index=10